ايضاح الدلالات

بردّ

فتاوى مناجات بعد المكتوبات

মুনাজাতের দলিল

(মুফতি ফয়জুল্লাহ্ রচিত "ফতোয়ায়ে মুনাজাত বা'দাল মাক্তুবাত" নামক পুস্তিকায় গোমরাহী আক্বিদাকে খন্ডন করে ইমাম শেরে বাংলা (রাহঃ)'র মুনাজাত সম্পর্কিত অনন্য ফতোয়ার কিতাব)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূল
ইমামে আহলে সুন্নাত, গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাত
আল্লামা সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ)
অনুবাদ
মাওলানা সৈয়দ হাসান মুরাদ কাদেরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইযাহুদ দালালাত বা মুনাজাতের দলিল

মূলঃ ইমাম আল্লামা গাজী সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ)
ভাষান্তর ঃ সৈয়দ হাসান মুরাদ কাদেরী

কৃতজ্ঞতায়-

শাহজাদা সৈয়্যদ আমিনুল হক আলকাদেরী (বড়মিয়া)
হাটহাজারী দরবার শরীফ।

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল
অধ্যক্ষ আলামিন বারিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।

মাওলানা সৈয়্যদ রফিক উদ্দীন ফারুকী
প্রভাষক, কদলপুর হামিদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।

মাওলানা আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রজভী
প্রভাষক, কাটিরহাট এম.আই. নিনিয়র মাদ্রাসা

অনুপ্রেরণায়-

শাহজাদা সৈয়্যদ আবু নওশাদ নঈমী
মাওলানা শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ মছরুপ

প্রকাশনায়-

জাগরণ প্রকাশনী
১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬
স্বত্ব ঃ হাটহাজারী দরবার শরীফ

প্রকাশকাল-

৩০ অক্টোবর ২০০৯, শুক্রবার
সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহঃ) এর ওরশ শরীফ
২য় প্রকাশ ১২ মে ২০১৪, সোমবার
ইমাম শেরে বাংলা (রহঃ)'র ওরশ শরিফ

হাদিয়া ঃ ২০/- (বিশ টাকা) মাত্র

মুনাজাতের দলিল---

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অভিমত

আশেকে রাসুল (দঃ), মোজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) ছিলেন পাক-ভারত উপমহাদেশ তথা সারাবিশ্বের সুন্নী মুসলমানদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

তিনি একদিকে যেমনি ইসলামের মূলধারা সুন্নীয়তের সুদৃঢ় প্রচারক ছিলেন অন্যদিকে সুন্নীয়ত বিরোধী সমস্ত বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে ও তিনি আপোষহীন ছিলেন। তিনি দেওবন্দী-ওহাবীদের সমস্ত বাতিল আক্বিদার খন্ডন করে ইসলামের মূল বক্তব্যকে মুসলিম মিল্লাতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। বিশেষ করে দেশের আনাচে-কানাচে বিভিন্ন মোনাজেরায় তাঁর তথ্য-যুক্তি ও দলিল নির্ভর বক্তব্য, ক্ষুরধার লেখনী, দিওয়ানে আজিজ রচনা, খন্দকিয়ার ময়দানে ওহাবীদের পৈশাচিক হামলার পরও এশকে মোস্তফার প্রেমে বিভোর থাকার ঘটনা, হাত তুলে মুনাজাতের বৈধতার উপর পুস্তক রচনা ও মুফতী ফয়জুল্লার অপব্যাখ্যার সমুচিত জবাব প্রদান ইত্যাদি কারণে তিনি আজো সুন্নী মুসলমানদের হৃদয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। ইমাম শেরে বাংলা-র লেখনী গুলো সুন্নী মুসলমানদের হাতে হাতে পৌছে দেয়া সময়ের দাবী। এরই অংশ হিসেবে আমার পরম স্নেহধন্য সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান মুরাদ কাদেরী অনুদিত কিতাবটি জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রামের পরিচালক স্নেহের সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে শুনে আনন্দিত হয়েছি। আমি সুন্নীয়তের বৃহত্তর স্বার্থে এই প্রকাশনা কার্যক্রম সম্পন্ন করার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করছি এবং প্রকাশনার উত্তরোত্তর সফলতার জন্য দোয়া করছি।

সৈয়দ মোহাম্মদ আমীনুল হক আলকাদেরী (বড়মিয়া)
হাটহাজারী দরবার শরীফ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদকের কথা

নাহমুদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়ানু সাল্লিমু আলা রাসুলিহিল কারিম। আম্মাবাদ!
মহান আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহ প্রিয়নবী (দঃ) এর কৃপাদৃষ্টি এবং আউলিয়া কেরাম এর মেহেরবাণীকে পুঁজি করে জীবনের প্রথম অনুবাদ কাজে হাত দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। সুন্নীয়তের প্রকাশনা কে সমৃদ্ধ করার কাজে নিজেকে জড়ানো একটা পূণ্যময় স্বপ্ন সুদীর্ঘ দিন ধরে হৃদ মন্দিরে লালন করে আসছি। কিন্তু স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতার কারণে এ পূণ্যময় স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার সাহস পাচ্ছিলাম না। অবশেষে সুন্নীয়তের নন্দিত লেখক সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম ভাইয়ের অনুপ্রেরণা ও কতিপয় শুভাকাঙ্খিদের অনুরোধে নামাজান্তে মুনাজাত নামে এমন একটি পুস্তিকা ভাষান্তরের সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন যেটি সুন্নী মুসলমানদের ইমাম, বাংলার খাজা বিংশ শতাব্দীর অদ্বিতীয় আশেকে রাসুল আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা (রঃ) কর্তৃক সংকলিত একটি রিসালা। রিসালাটি ফার্সী ভাষায় রচিত, পরবর্তীতে এটি উর্দূতেও ভাষান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য এদেশের কিছু মুসলমান ফরজ নামাজের পরে মুনাজাত করাকে বিদ'আত মনে করে। এতদ্বিষয়ের পক্ষে হাটহাজারী মাদ্রাসার সাবেক মুফতি ফয়জুল্লাহ কর্তক প্রদত্ত "ফতোয়া মুনাজাত বাদাল মাকতুবাত" নামক একটি পুস্তিকার খন্ডনে এই পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে।

যেহেতু আমাদের বর্তমান সময়েও কতিপয় মানুষ ফরজ নামাজের পরে মুনাজাত করা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে, তাই আমি মনে করছি, এই পুস্তিকাটি সুন্নী মুসলমানদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ন হিসেবে কাজ করবে।

এই অনুবাদ কাজে আমার পরম শিক্ষাগুরু আলআমিন বারিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বিশিষ্ট লেখক মাওলানা ইসমাইল সাহেব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমাকে ঋণী করেছেন।

পরিশেষে সকলের সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ও অনুরোধ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে পাঠক মহলের কাছে এইটুকু অনুরোধ রাখবো, ক্ষমা নয় সংশোধনের জন্য ভূলত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করবেন। আল্লাহ সবার সহায় হোন।

সৈয়দ হাসান মুরাদ কাদেরী
অনুবাদক

প্রকাশকের দু'কলম

আশেকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ঈমামে আহলে সুন্নাত, মোজাদ্দেদে দ্বীন-
মিল্লাত আল্লামা সৈয়দ আজিজুল হক শেরেবাংলা (রহঃ) পাক-ভারত ইতিহাসে এক কিংবদন্তি মহা পুরুষ এর নাম। বৃটিশ শাসন এবং নারী নেতৃত্বের বিরোদ্ধে আপোষহীন এই ব্যক্তিত্ব ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা ও আদর্শ প্রচারে ছিলেন সদা সচেতন। সুন্নী মতাদর্শের প্রচার-প্রসারের পাশাপাশি সমস্ত বাতিল মতবাদ খন্ডনে থাকতেন মর্যদা অগ্রাগামী। কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলিলাদির মাধ্যমে সমস্ত ভ্রান্ত আকিদার অপনোদনে সম্মুখ মোনাজেরার পাশাপাশি ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমেও সুন্নী জনতাকে চিরঋণি করে রেখেছেন অদ্যাবধি। 'ইযাহুদ দালালাত তথা মুনাজাতের দলিল' নামক ক্ষুদ্র অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পুস্তিকাটির একটি জীর্ণ-শীর্ণ ফটোকপি আমার হস্তগত হবার সাথে সাথেই তা অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিই। অনুবাদক হিসেবে নির্বাচনকরি আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাজন, সাংস্কৃতিক অনুজ মাওলানা সৈয়দ হাসান মুরাদ কাদেরীকে। যার জ্ঞান ও ভাষাগত অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আমার পজেটিভ ধারনা রয়েছে। উনি খুব অল্পসময়ের মধ্যেই অনুবাদের কাজটি সম্পন্ন করে দিয়েছেন। প্রথম প্রকাশনায় মুদ্রণজনিত কিছু ত্রুটি থাকলেও দ্বিতীয় প্রকাশনায় তা নিরসনের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। ইমাম শেরে বাংলা (রহঃ) এর স্ব-হস্তে লিখিত এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা অনুবাদ ও প্রকাশের সাথে নিজকে সম্পৃক্ত করতে পারায় ধন্য মনে করছি। রাব্বুল আলামিন জাগরন প্রকাশনির এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন এবং ইমাম শেরে বাংলা (রহঃ) পদাংক অনুসরন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দঃ) এর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

সৈয়দ মোহাম্মদ আবু আজম
স্বত্ত্বাধিকারী- জাগরণ প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম
নাহ্মুদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম,
আম্মাবাদ

হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসার সাবেক শিক্ষক মুফতী ফয়জুল্লাহ্ সাহেব কর্তৃক রচিত 'ফতোয়ায়ে মুনাজাত বা'দাল মাকতুবাত' নামক একটি পুস্তিকা সম্প্রতি জনসমাজে প্রকাশিত হয়ে আমি আদমের (শেরে বাংলা) হস্তগত হয়েছে। পুস্তিকাটি অদ্যোপান্ত পাঠ করে বুঝতে পারলাম যে, এটির সারাংশ হলো- ফরজ নামাজের পর দু'হাত তুলে মুনাজাত করা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং প্রিয় নবী (দঃ)'র বিশুদ্ধ হাদীস ও সুন্নাত পরিপন্থী।

তাই, আমি নগন্য (শেরে বাংলা) নবীজির (দঃ) মহান বাণী-

اَلسَاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ اَخْرَسٌ

অর্থ: সত্য প্রকাশে নিরবতা পালনকারী বোবা শয়তান; এর উপর বিশ্বাস রেখে উপর্যুক্ত 'ফতোয়া' তথা মুফতী ফয়জুল্লাহর ভ্রান্ত আক্বীদা খন্ডন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি। নিম্নে আমি তার বক্তব্য ও যুক্তিগুলো খন্ডন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

তার (মুফতী ফয়জুল্লাহ) বক্তব্য:
বর্তমানে ফরয নামাজের পর মুনাজাত করার যে প্রথা চালু আছে মুস্তফা (দঃ)'র শরীয়তে এটার কোনো ভিত্তি নাই এবং সালফে সালিহিন ও নবীজি (দঃ)'র কোন হাদীস দ্বারাও এটা সাব্যস্ত নয়।

আমার (শেরে বাংলা) বক্তব্যঃ
হযরত আবদুল হাই লাখনুভী মাতুবয়ায়ে দরবারে আহমদিয়া থেকে প্রকাশিত তার কিতাব 'মাজমুয়ায়ে ফতোয়া'র দ্বিতীয় খন্ডের ৪০২ পৃষ্ঠায় ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ও সেটির যে উত্তর লিপিবদ্ধ করেছেন নিম্নে তা হুবহু সংকলন করছি।

প্রশ্নঃ নামাজ আদায়ের পর হাত তুলে দোয়া করার যে আমলটি আমাদের দেশের ইমামদের মাঝে প্রচলিত আছে, সে সম্পর্কে দ্বীনের বিজ্ঞ ওলামায়েকেরাম ও শরীয়তের মুফতীয়ানে ইজামের মতামত কী এবং মাসয়ালাটি নবীজির (দঃ) ক্বাওলি (উক্তিগত) ও ফে'লি (কর্মগত) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না? আমরা জানি, কিছু কিছু ফক্বীহগণ এটাকে মুস্তাহ্সান লিখেছেন এবং সাধারণ মুনাজাতে হাত তোলার ব্যাপারে হাদীসেও বর্ণনা আছে; কিন্তু ফরজ নামাজের পর হাত তুলে মুনাজাত করার প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট কোন হাদীস বর্ণিত হয়েছে কিনা সঠিকভাবে বিস্তারিত বর্ণনা দিলে উপকৃত হব।

উত্তরঃ হ্যাঁ অবশ্যই মাসয়ালাটি সম্পর্কে নির্দিষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন- হাফেজ আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইসহাক ইবনুস সুন্নী তার 'আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইল' নামক কিতাবে লিখেছেন:

حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاق يَعْقُوْبُ بْنُ خَالِد بْنِ يَزِيْدِ الْبَاسِىُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِىُ عَنْ حُذَيْفٍ عَنْ اَنَسٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِلٰهِىْ وَاِلٰهَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاِلٰهَ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَفِيْلَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِىْ فَاِنِّىْ مُضْطَرٌّ وَتَعْصِمَنِىْ فِىْ دِيْنِىْ فَاِنِّىْ مُبْتَلٰى وَتَنَالُنِىْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّىْ مُذْنِبٌ وَتَنْفِىْ عَنِّىَ الْفَقْرَ فَاِنِّىْ مُتَمَسِّكٌ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لَايَرُدَّ يَدَيْهِ

অর্থ : হাফেয আবু বকর আহমদ বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনুল হাসান, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবু ইসহাক ইয়াকুব বিন খালিদ বিন ইয়াজিদ আল বাসী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান আল কুরশী, তিনি হযুরত হুযাইফ থেকে তিনি হযরত আনাস (রা:) থেকে তিনি প্রিয়নবী (দ:) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী (দ:) ইরশাদ করছেন:

যে বান্দাহ প্রত্যেক নামযের পর দু' হাত তুলে বলে, হে আল্লাহ, হে আমার প্রভু ওহে ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব আলা নাবিয়্যিনা আলাইহিমুস সালামের প্রভূ ওহে জিবরাইল ,মিকাঈল ও ইসরাফিল আলাইহিমুস সালাম'র প্রভূ তোমার কাছে আমার প্রার্থনা যে, আমি সহায়হীন, তুমি আমার দোয়া কবুল কর ; আমি বিপদগস্ত, তুমি আমার দ্বীন রক্ষা কর; আমি পাপী, তোমার করুণা দিয়ে আমায় ঢেকে রাখ; আমি নি:স্ব, আমার দারিদ্র দুর কর, এভাবে দোয়া করে, তবে তার দু' হাত খালি ফেরত না দেওয়াই আল্লাহর সদয় মর্জি হয়ে যায়।

যদি বলা হয় এ হাদীসের বর্ণনাসূত্রে উল্লিখিত "আবদুল আজিজ ইবনে আবদুর রহমান " নামী বর্ণনাকারীর বিরুদ্ধে দূর্বলতার অভিযোগ রয়েছে, তদুত্তরে বলা যায়, মিজানুল ই'তেদাল ও অন্যান্য উসুলের কিতাবে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, মুস্তাহাব বিষয় সাব্যস্ত করতে দুর্বল হাদীসই যথেষ্ট।

এ প্রসঙ্গে ইবনে হুম্মাম তার 'ফাতহুল ক্বাদীর' নামক কিতাবে কিতাবুল জানায়িয অধ্যায়ে লিখেছেন:

وَالْاِ سْتِحْبَابُ يَثْبُتُ بِالضَّعِيْفِ غَيْرِ الْمَوْضُوْعِ اَنْتَهٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

অর্থ: দূর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়; বানোয়াট হাদীস দ্বারা নয়।
(সর্বশেষ আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)

উল্লিখিত কথাগুলো মহান প্রভুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী বান্দাহ আবুল হাসনাত মুহাম্মদ আবদুল হাই (আল্লাহ তার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য পাপরাশি মার্জনা করুন) কর্তৃক সংকলিত।
হাফেজ আবু বকর ইবনে আবি শায়বা 'আল মুসান্নাফ' নামক কিতাবে আসওয়াদ আমেরী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ اِنْصَرَ فَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا۔ (الحديث)

অর্থ: তিনি বলেন, একদা আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে ফজরের নামায পড়েছি, যখন নবীজি সালাম ফিরালেন তখন মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসে দু'হাত তুলে দোয়া করলেন। (আল হাদীস)

সুতরাং, নবীকুল.সরদার, খোদাভীরুদের আদর্শ, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র আমল থেকে ফরজ নামাযের পর দু'হাত তুলে মুনাজাত করার বিধান সাব্যস্ত হলো, যা বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের কাছে অস্পষ্ট নয়।

উপর্যুক্ত ফতোয়াটি সৈয়্যদ শরীফ হোসাইন কর্তৃক সংকলিত নিম্নোক্ত ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

যথা: ১. সৈয়্যদ শরীফ হোসাইন।
২. সৈয়দ মুহাম্মদ নযির হোসাইন
৩. হাসবুনা হাফিজুল্লাহ
৪. মুহাম্মদ আবদুর রব
৫. সৈয়্যদ আহমদ হোসাইন

ইমাম তাবরানী হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-

اَلدُّعَاءُ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْمَكْتُوْبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ (كِتَابُ السعاية)

অর্থ: ফরজ নামাযরে পর মুনাজাত করা নফল নামাজের পর মুনাজাত করার চেয়ে এত উত্তম, নফল আদায়কারী থেকে ফরজ আদায়ীকারী যত উত্তম (সা'য়াহ কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে)।

'শরআ'তুল ইসলাম' নামক কিতাবে আছে-

نَغْتَنِمُ الدُّعَاءَ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ

অর্থ: ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করাকে আমরা গণিমত (যুদ্ধলব্দ সম্পদ) মনে করি।
হযরত ইবনে আবি শায়বা, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আল আসলামী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন-

رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ رَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ قَبْلَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ لَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ وَسلَّم لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى لَمْ يَفْرُغْ مِنْ صَلٰوتِهٖ (رجاله ثقة)

অর্থ: আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) কে দেখলাম, তিনি এক ব্যক্তিকে নামাজ শেষ করার আগেই (নামাজরত অবস্থায়) হাত তুলে মুনাজাত করতে দেখলেন। অত:পর লোকটি নামাজ শেষ করলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রাঃ) তাকে বললেন; নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দু'হাত তুলে মুনাজাত করতেন না। (হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)

আল-মাবসুত নামক কিতাবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) লিখেছেন-

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبِ اَلدُّعَاءَ فَاِنَّهٗ اَقْرَبُ اِلَى الْاِجَابَةِ.

অর্থ: যখনই আপনি নামাজ শেষ করবেন, সাথে সাথে মুনাজাতে মনোনিবেশ করুন, কারণ এ সময়ের মুনাজাত অতীব গ্রহণযোগ্য।

মিনহাজুল উম্মাল নামক কিতাবে রয়েছে:

اِنَّ اَلدُّعَاءَ بَعْدَ اَلصَّلٰوتِ مَسْنُوْنٌ وَكَذَا رَفْعُ اَلْيَدَيْنِ وَمَسْحُ اَلْوَجْهِ بَعْدَ اَلْفِرَاغِ

অর্থ: নিশ্চয়ই ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা সুন্নাত, একইভাবে মুনাজাতে হাত তোলা ও মুনাজাত শেষে হাত দিয়ে মুখ মোচন করাও সুন্নাত।

মৌলভী আশরাফ আলী থানভী'র 'ইমদাদুল ফতোয়া' নামক গ্রন্থে রয়েছে

بَعْدَ اَلْفِرَاغِ عَنِ اَلصَّلٰوةِ يَدْعُوْ اَلْاِمَامُ لِنَفْسِهٖ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ رَافِعِىْ اَيْدِيْهِمْ

অর্থ: নামায শেষ করে ইমাম নিজের জন্যে ও সকল মুসলমানের জন্যে দোয়া করবেন, এসময় (ইমাম মুক্তাদি) সবাই হাত তুলবেন।

তিরমিযি শরীফে রয়েছে-

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اَللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اَللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوْفَ اللَّيْلِ اَلْاٰخِرِ وَدُبُرَ اَلصَّلَوَاتِ اَلْمَكْتُوْبَاتِ

অর্থ: হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল(দঃ) কোন দোয়াটি (আল্লাহ) সবচেয়ে বেশী শুনেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, রাতের শেষাংশের দোয়া এবং ফরজ নামাজগুলোর পরে দোয়া (আল্লাহ) বেশী শুনেন।

আল্লামা ইবনু জরীর আত্ তাবারী তাঁর বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে জরীর'র ৩০ তম খন্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় ফরজ নামাজের পর দোয়া করা সুন্নাত হওয়া প্রসঙ্গে সুরা ইনশিরাহ্'র

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরকুল শিরমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস সংকলন করেছেন, হাদীসটি হলোঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اَللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ فَاِذَا فَرَغْتَ مِمَّا فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَارْغَبْ اِلَيْهِ وَانْصَبْ لَهٗ

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (হে নামাজী!) যখন তুমি তোমার উপর অত্যাবশ্যকীয় নামাজ থেকে অবসর নিবে, তখনই আল্লাহর কাছে (সবকিছু) চাও, তার প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং তার প্রতি একাগ্র হও।

তাফসীরে ইবনে আব্বাস'র ৩০ তম খন্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।
মিসবাহুল ফালাহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ فَلْيَسْئَلْهَا فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةِ اَلْمَكْتُوْبَةِ

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করছেন, আল্লাহর কাছে যদি কারো কিছু চাওয়ার থাকে তবে, তার উচিত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তা চেয়ে নেয়া।

দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত 'আজিজুল ফতোয়া' নামক গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় মুফতী ফয়জুল্লাহর উস্তাদ মুফতী আজিজুর রহমান নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন:

প্রশ্ন: প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর হাত তুলে মুনাজাত করা এবং মুনাজাত শেষে দু'হাত মুখে মালিশ করা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আছে কি? যদি কোন ব্যক্তি এ মুনাজাতকে বৈধ মনে না করে এবং এর বিরোধীতা করে তবে তার হুকুম কী?

উত্তর: ফরজ নামাজগুলোর পর দু'হাত তুলে মুনাজাত করা এবং মুনাজাত শেষে দু'হাত মুখে মাসেহ্ করা অবশ্যই বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত; এটাকে অস্বীকারকারী গন্ডমূর্খ, সুন্নাতবিমুখ এবং দূর্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য।

'বেহেশতী জেওর' নামক গ্রন্থের ১১তম খন্ড মুদাল্লাল মুবারহান (যেটাকে বেহেশতী গাওহার বলা হয়) এর ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

মাসয়ালা-৪: দুই ঈদের নামাযের পর দোয়া করা (মুনাজাত করা) যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, তার সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী(রাঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লামা ইবনু জরীর আত্ তাবারী তাঁর বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে জরীর'র ৩০ তম খন্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় ফরজ নামাজের পর দোয়া করা সুন্নাত হওয়া প্রসঙ্গে সুরা ইনশিরাহ'র

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরকুল শিরমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস সংকলন করেছেন, হাদীসটি হলোঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اَللّٰهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا قَالَ فَاِذَا فَرَغْتَ مِمَّا فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَارْغَبْ اِلَيْهِ وَانْصَبْ لَهُ

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (হে নামাজী!) যখন তুমি তোমার উপর অত্যাবশ্যকীয় নামাজ থেকে অবসর নিবে, তখনই আল্লাহর কাছে (সবকিছু) চাও, তার প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং তার প্রতি একাগ্র হও।

তাফসীরে ইবনে আব্বাস'র ৩০ তম খন্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।
মিসবাহুল ফালাহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছেঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ فَلْيَسْئَلْهَا فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ اَلْمَكْتُوْبَةِ

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করছেন, আল্লাহর কাছে যদি কারো কিছু চাওয়ার থাকে তবে, তার উচিত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তা চেয়ে নেয়া।

দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত 'আজিজুল ফতোয়া' নামক গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় মুফতী ফয়জুল্লাহর উস্তাদ মুফতী আজিজুর রহমান নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেনঃ

প্রশ্ন: প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর হাত তুলে মুনাজাত করা এবং মুনাজাত শেষে দু'হাত মুখে মালিশ করা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আছে কি? যদি কোন ব্যক্তি এ মুনাজাতকে বৈধ মনে না করে এবং এর বিরোধীতা করে তবে তার হুকুম কী?

উত্তর: ফরজ নামাজগুলোর পর দু'হাত তুলে মুনাজাত করা এবং মুনাজাত শেষে দু'হাত মুখে মাসেহ্ করা অবশ্যই বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত; এটাকে অস্বীকারকারী গন্ডমূর্খ, সুন্নাতবিমুখ এবং দূর্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য।

'বেহেশতী জেওর' নামক গ্রন্থের ১১তম খন্ড মুদাল্লাল মুবারহান (যেটাকে বেহেশতী গাওহার বলা হয়) এর ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-
মাসয়ালা-৪: দুই ঈদের নামাযের পর দোয়া করা (মুনাজাত করা) যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, তার সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী(রাঃ)

থেকে বর্ণিত হয়নি, যেহেতু প্রত্যেক নামাজের পর মুনাজাত করা সুন্নাত, সেহেতু দুই ঈদের নামাজের পর মুনাজাত করাও সুন্নাত হবে।

এভাবে, 'ইমদাদুল ফতোয়া' নামক কিতাবেও বর্ণিত আছে যে, থানভী সাহেব বলেছেন প্রত্যেক নামাজের পর দোয়া করা সুন্নাত।

এসব বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা নিঃসন্দেহে সুন্নাত। যা কোন জ্ঞানী লোকের কাছে অজানা নয়।

বেহেশতী গওহর এর ৩৪ পৃষ্ঠায় থানভী সাহেব আরো লিখেছেন-
মাসয়ালা- ৬: (মুনাজাতের নিয়ম হলো) নামাজ শেষ করে দু'হাত বুক পর্যন্ত তুলবে, এবং আল্লাহর কাছে নিজের জন্যে প্রার্থনা করবে। আর যদি প্রার্থনাকারী ইমাম হন, তবে সব মুসল্লিদের জন্যেও দোয়া করবে। মুনাজাত শেষ করে দু'হাত মুখে মাসেহ করবে। মুক্তাদিরা ইচ্ছা করলে নিজ নিজ দোয়া পড়তে পারবে অথবা, ইমাম সাহেবের দোয়া শুনে আমীন বলতে থাকবে।

মাসয়ালা-৭: যেসব ফরজ নামাজের পর সুন্নাত নামাজ আছে, যেমন: যোহর, মাগরিব ও ই'শা এ তিন ওয়াক্তে শুধুমাত্র ফরজ নামাজটুকু শেষ করে খুব দীর্ঘ মুনাজাত করবেনা বরং সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করে বাকী সুন্নাত ও নফল নামাজে মনোনিবেশ করবে। আর যেসব ফরজ নামাজের পর কোন সুন্নাত নাই, তথা ফজর ও আসরের নামাজ শেষ করে ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘ মুনাজাত করতে পারবে। এক্ষেত্রে ইমাম মুক্তাদির দিকে ফিরে ডানমুখী অথবা বামমুখী হয়ে বসে মুনাজাত করবে। তবে, শর্ত হচ্ছে, এসময় ইমামের ঠিক সামনে যেন কোন মাসবুক (১ম রাকাতের পর নামাজে শামিল হয়েছে এমন) নামাজী নামাজরত না থাকে।

মাসয়ালা-৮: যেসব ফরজ নামাজের পর সুন্নাত নেই সেগুলোর পরে এবং যেসব ফরজ নামাজের পর সুন্নাত আছে তাতে সুন্নাত নামাজগুলো আদায় করে ৩ বার-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَلَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ اَلْقَيُّوْمُ

উচ্চারণঃ আস্‌তাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্কাইয়ুম, ১ বার আয়াতুল কুরসি, ১বার কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, ১বার কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক্ব, ১বার কুল আউজু বিরাব্বিনাস, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়া মুস্তাহাব।

'ইস্‌তিহাবুদ্ দাওয়াত আক্বীবাস সালাওয়াত' নামক কিতাবে ৮ম খন্ডে মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব লিখেছেনঃ

اِنَّ اَلدُّعَاءَ دُبُرَ اَلصَّلَوٰتِ مَسْنُوْنٌ وَمَشْرُوْعٌ فِىْ اَلْمَذَاهِبِ اَلْاَرْبَعَةِ لَمْ يُنْكِرْهُ اِلَّا نَاهِقٌ مَجْنُوْنٌ قَدْضَلَّ فِىْ سَبِيْلِ هَوَاهُ وَوَسْوَسَ لَهُ اَلشَّيْطَانُ وَاَغْوَاهُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লামা ইবনু জরীর আত্ তাবারী তাঁর বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে জরীর'র ৩০ তম খন্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় ফরজ নামাজের পর দোয়া করা সুন্নাত হওয়া প্রসঙ্গে সুরা ইনশিরাহ্'র

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরকুল শিরমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস সংকলন করেছেন, হাদীসটি হলোঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اَللّٰهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا قَالَ فَاِذَا فَرَغْتَ مِمَّا فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ اَلصَّلٰوتِ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَارْغَبْ اِلَيْهِ وَانْصَبْ لَهُ

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (হে নামাজী!) যখন তুমি তোমার উপর অত্যাবশ্যকীয় নামাজ থেকে অবসর নিবে, তখনই আল্লাহর কাছে (সবকিছু) চাও, তার প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং তার প্রতি একাগ্র হও।

তাফসীরে ইবনে আব্বাস'র ৩০ তম খন্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।
মিসবাহুল ফালাহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ فَلْيَسْئَلْهَا فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةِ اَلْمَكْتُوْبَةِ

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করছেন, আল্লাহর কাছে যদি কারো কিছু চাওয়ার থাকে তবে, তার উচিত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তা চেয়ে নেয়া।

দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত 'আজিজুল ফতোয়া' নামক গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় মুফতী ফয়জুল্লাহর উস্তাদ মুফতী আজিজুর রহমান নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন:

প্রশ্ন: প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর হাত তুলে মুনাজাত করা এবং মুনাজাত শেষে দু'হাত মুখে মালিশ করা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আছে কি? যদি কোন ব্যক্তি এ মুনাজাতকে বৈধ মনে না করে এবং এর বিরোধীতা করে তবে তার হুকুম কী?

উত্তর: ফরজ নামাজগুলোর পর দু'হাত তুলে মুনাজাত করা এবং মুনাজাত শেষে দু'হাত মুখে মাসেহ্ করা অবশ্যই বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত; এটাকে অস্বীকারকারী গন্ডমূর্খ, সুন্নাতবিমুখ এবং দূর্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য।

'বেহেশতী জেওর' নামক গ্রন্থের ১১তম খন্ড মুদাল্লাল মুবারহান (যেটাকে বেহেশতী গাওহার বলা হয়) এর ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-
মাসয়ালা-৪: দুই ঈদের নামাযের পর দোয়া করা (মুনাজাত করা) যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, তার সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী(রাঃ)

থেকে বর্ণিত হয়নি, যেহেতু প্রত্যেক নামাজের পর মুনাজাত করা সুন্নাত, সেহেতু দুই ঈদের নামাজের পর মুনাজাত করাও সুন্নাত হবে।

এভাবে, 'ইমদাদুল ফতোয়া' নামক কিতাবেও বর্ণিত আছে যে, থানভী সাহেব বলেছেন প্রত্যেক নামাজের পর দোয়া করা সুন্নাত।

এসব বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা নিঃসন্দেহে সুন্নাত। যা কোন জ্ঞানী লোকের কাছে অজানা নয়।

বেহেশতী গওহর এর ৩৪ পৃষ্ঠায় থানভী সাহেব আরো লিখেছেন-
মাসয়ালা- ৬: (মুনাজাতের নিয়ম হলো) নামাজ শেষ করে দু'হাত বুক পর্যন্ত তুলবে, এবং আল্লাহর কাছে নিজের জন্যে প্রার্থনা করবে। আর যদি প্রার্থনাকারী ইমাম হন, তবে সব মুসল্লিদের জন্যেও দোয়া করবে। মুনাজাত শেষ করে দু'হাত মুখে মাসেহ করবে। মুক্তাদিরা ইচ্ছা করলে নিজ নিজ দোয়া পড়তে পারবে অথবা, ইমাম সাহেবের দোয়া শুনে আমীন বলতে থাকবে।

মাসয়ালা-৭: যেসব ফরজ নামাজের পর সুন্নাত নামাজ আছে, যেমন: যোহর, মাগরিব ও ই'শা এ তিন ওয়াক্তে শুধুমাত্র ফরজ নামাজটুকু শেষ করে খুব দীর্ঘ মুনাজাত করবেনা বরং সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করে বাকী সুন্নাত ও নফল নামাজে মনোনিবেশ করবে। আর যেসব ফরজ নামাজের পর কোন সুন্নাত নাই, তথা ফজর ও আসরের নামাজ শেষ করে ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘ মুনাজাত করতে পারবে। এক্ষেত্রে ইমাম মুক্তাদির দিকে ফিরে ডানমুখী অথবা বামমুখী হয়ে বসে মুনাজাত করবে। তবে, শর্ত হচ্ছে, এসময় ইমামের ঠিক সামনে যেন কোন মাসবুক (১ম রাকাতের পর নামাজে শামিল হয়েছে এমন) নামাজী নামাজরত না থাকে।

মাসয়ালা-৮: যেসব ফরজ নামাজের পর সুন্নাত নেই সেগুলোর পরে এবং যেসব ফরজ নামাজের পর সুন্নাত আছে তাতে সুন্নাত নামাজগুলো আদায় করে ৩ বার-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَلَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ اَلْقَيُّوْمُ

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্কাইয়ুম, ১ বার আয়াতুল কুরসি, ১বার কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, ১বার কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক্ব, ১বার কুল আউজু বিরাব্বিনাস, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়া মুস্তাহাব।

'ইস্তিহাবুদ্ দাওয়াত আক্বীবাস সালাওয়াত' নামক কিতাবে ৮ম খন্ডে মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব লিখেছেন:

اِنَّ اَلدُّعَاءَ دُبُرَ اَلصَّلٰوتِ مَسْنُوْنٌ وَمَشْرُوْعٌ فِىْ اَلْمَذَاهِبِ اَلْاَرْبَعَةِ لَمْ يُنْكِرْهُ اِلَّا نَاهِقٌ مَجْنُوْنٌ قَدْضَلَّ فِىْ سَبِيْلِ هَوَاهُ وَوَسْوَسَ لَهُ اَلشَّيْطَانُ وَاَغْوَاهُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

থেকে বর্ণিত হয়নি, যেহেতু প্রত্যেক নামাজের পর মুনাজাত করা সুন্নাত, সেহেতু দুই ঈদের নামাজের পর মুনাজাত করাও সুন্নাত হবে।

এভাবে, 'ইমদাদুল ফতোয়া' নামক কিতাবেও বর্ণিত আছে যে, থানভী সাহেব বলেছেন প্রত্যেক নামাজের পর দোয়া করা সুন্নাত।

এসব বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা নিঃসন্দেহে সুন্নাত। যা কোন জ্ঞানী লোকের কাছে অজানা নয়।

বেহেশতী গওহর এর ৩৪ পৃষ্ঠায় থানভী সাহেব আরো লিখেছেন-
মাসয়ালা- ৬: (মুনাজাতের নিয়ম হলো) নামাজ শেষ করে দু'হাত বুক পর্যন্ত তুলবে, এবং আল্লাহর কাছে নিজের জন্যে প্রার্থনা করবে। আর যদি প্রার্থনাকারী ইমাম হন, তবে সব মুসল্লিদের জন্যেও দোয়া করবে। মুনাজাত শেষ করে দু'হাত মুখে মাসেহ করবে। মুক্তাদিরা ইচ্ছা করলে নিজ নিজ দোয়া পড়তে পারবে অথবা, ইমাম সাহেবের দোয়া শুনে আমীন বলতে থাকবে।

মাস্য়ালা-৭: যেসব ফরজ নামাজের পর সুন্নাত নামাজ আছে, যেমন: যোহর, মাগরিব ও ই'শা এ তিন ওয়াক্তে শুধুমাত্র ফরজ নামাজটুকু শেষ করে খুব দীর্ঘ মুনাজাত করবেনা বরং সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করে বাকী সুন্নাত ও নফল নামাজে মনোনিবেশ করবে। আর যেসব ফরজ নামাজের পর কোন সুন্নাত নাই, তথা ফজর ও আসরের নামাজ শেষ করে ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘ মুনাজাত করতে পারবে। এক্ষেত্রে ইমাম মুক্তাদির দিকে ফিরে ডানমুখী অথবা বামমুখী হয়ে বসে মুনাজাত করবে। তবে, শর্ত হচ্ছে, এসময় ইমামের ঠিক সামনে যেন কোন মাসবুক (১ম রাকাতের পর নামাজে শামিল হয়েছে এমন) নামাজী নামাজরত না থাকে।

মাসয়ালা-৮: যেসব ফরজ নামাজের পর সুন্নাত নেই সেগুলোর পরে এবং যেসব ফরজ নামাজের পর সুন্নাত আছে তাতে সুন্নাত নামাজগুলো আদায় করে ৩ বার-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَلَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ اَلْقَيُّوْمُ

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্কাইয়ুম, ১ বার আয়াতুল কুরসি, ১বার কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, ১বার কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক্ব, ১বার কুল আউজু বিরাব্বিনাস, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়া মুস্তাহাব।

'ইস্তিহাবুদ্ দাওয়াত আক্বীবাস সালাওয়াত' নামক কিতাবে ৮ম খন্ডে মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব লিখেছেন:

اِنَّ اَلدُّعَاءَ دُبُرَ اَلصَّلَوٰتِ مَسْنُوْنٌ وَمَشْرُوْعٌ فِىْ اَلْمَذَاهِبِ اَلْاَرْبَعَةِ لَمْ يُنْكِرْهُ اِلَّا نَاهِقٌ مَجْنُوْنٌ قَدْضَلَّ فِىْ سَبِيْلِ هَوَاهُ وَوَسْوَسَ لَهُ اَلشَّيْطَانُ وَاغْوَاهُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থ: নিশ্চয়ই নামাজ শেষে মুনাজাত করা চার মাজহাবে সুন্নাত ও শরীয়ত সম্মত। কোন গর্দভ, পাগল তথা যে নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং যাকে শয়তান প্ররোচনা দিয়ে বিপথগামী করেছে সে ছাড়া আর কেউ এ দোয়ার বিরোধীতা করেনি।

লাহোরের নোয়ল কিশোর থেকে প্রকাশিত 'গুনিয়াতুত্ তালিবীন' নামক কিতাবের ৭৫৬ পৃষ্ঠায় গাউসুল আযম পীরানে পীর দস্তগীর সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ শায়খ সৈয়্যদ মীর আবদুল কাদের জীলানী আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী (রহঃ) লিখেছেন-

فَالدُّعَاءُ مَأْمُوْرٌ بِهٖ وَهُوَ عِنْدَ اَللّٰهِ بِمَكَانٍ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَالِكَ فِىْ اَثْنَاءِ اَلْكِتَابِ فَلَا يَنْبَغِىْ لِلْاِمَامِ وَالْمَامُوْمِ اَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ اَىْ اِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلْعِبَادَاتِ اِنْصَبْ فِىْ اَلدُّعَاءِ وَارْغَبْ فِيْمَا عِنْدَ اَللّٰهِ وَاَطْلُبْهُ مِنْهُ وَقَدْ جَاءَ فِىْ اَلْحَدِيْثِ عَنْ اَنَسِ اِبْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِذَا قَامَ اَلْاِمَامُ فِىْ مَحْرَابِهٖ وَتَوَارَتْ اَلصُّفُوْفُ فَنَزَلَتْ اَلرَّحْمَةُ فَاَوَّلُ ذَالِكَ تُصِيْبُ اَلْاِمَامَ ثُمَّ مَنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ مَنْ عَنْ يَسَارِهٖ ثُمَّ تَفَرَّقَ اَلرَّحْمَةُ عَلَى اَلْجَمَاعَةِ ثُمَّ يُنَادِىْ مَلَكٌ رَبِحَ فُلَانٌ وَخَسِرَ فُلَانٌ. فالرابحَ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالدُّعَاءِ اِلَى اَللّٰهِ تَعَالٰى اذا فَرَغَ مِنْ صَلَوَاتِهِ اَلْمَكْتُوْبَةِ. وَاَلْخَاسِرُ هُوَ اَلَّذِىْ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ بِلَا دُعَاءٍ قَالَتِ اَلْمَلَائِكَةُ يَا فُلَانُ اَسْتَغْنَيْتَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَالَكَ عِنْدَ اَللّٰهِ حَاجَةٌ (الحديث)

অর্থ: দোয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত একটি আমল। আল্লাহর কাছে দোয়ার বিশেষ গুরত্ব রয়েছে। এ বিষয়ে কিতাবের শুরুতে আমি আলোচনা করেছি।
সুতরাং মুনাজাত ছাড়া ইমাম-মুক্তাদিরা মসজিদ থেকে বের হওয়া মোটেই উচিত নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 'আপনি যখন অবসর গ্রহণ করেন, দোয়ায় মশগুল হোন এবং আপনার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করুন।' অর্থাৎ যখনই আপনি নামাজ শেষ করবেন, ঠিক তখনই দোয়া করুন এবং আল্লাহর কাছে (আপনার জন্যে) যা আছে তার দিকে মনোনিবেশ করুন, অত:পর তার কাছ থেকে তা চেয়ে নিন।
হাদীস শরীফে এসেছে-
অর্থঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) প্রিয়নবী (দঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম তার মেহরাবে দাঁড়ায় এবং কাতারগুলো সোজা হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণার ধারা বর্ষণ হতে থাকে। ঐ ধারা প্রথমে ইমামকে আবৃত করে এবং পর্যায়ক্রমে তার ডান ও বাম পার্শ্বস্থ মুসল্লিদেরকে আবৃত করে সমগ্র জামা'আতে ছড়িয়ে পড়ে। অত:পর একজন ফেরেশ্তা

অর্থ: নিশ্চয়ই নামাজ শেষে মুনাজাত করা চার মাজহাবে সুন্নাত ও শরীয়ত সম্মত। কোন গর্দভ, পাগল তথা যে নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং যাকে শয়তান প্ররোচনা দিয়ে বিপথগামী করেছে সে ছাড়া আর কেউ এ দোয়ার বিরোধীতা করেনি।

লাহোরের নোয়ল কিশোর থেকে প্রকাশিত 'গুনিয়াতুত্ তালিবীন' নামক কিতাবের ৭৫৬ পৃষ্ঠায় গাউসুল আযম পীরানে পীর দস্তগীর সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ শায়খ সৈয়্যদ মীর আবদুল কাদের জীলানী আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী (রহঃ) লিখেছেন-

فَالدُّعَاءُ مَأْمُوْرٌ بِهٖ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَالِكَ فِىْ اَثْنَاءِ الْكِتَابِ فَلَا يَنْبَغِىْ لِلْاِمَامِ وَالْمَامُوْمِ اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ اَىْ اِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْعِبَادَاتِ اِنْصَبْ فِى الدُّعَاءِ وَارْغَبْ فِيْمَا عِنْدَ اللّٰهِ وَاَطْلُبْهُ مِنْهُ وَقَدْ جَاءَ فِى الْحَدِيْثِ عَنْ اَنَسِ اِبْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فِىْ مِحْرَابِهٖ وَتَوَارَتِ الصُّفُوْفُ فَنَزَلَتِ الرَّحْمَةُ فَاَوَّلُ ذَالِكَ تُصِيْبُ الْاِمَامَ ثُمَّ مَنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ مَنْ عَنْ يَسَارِهٖ ثُمَّ تَفَرَّقَ الرَّحْمَةُ عَلَى الْجَمَاعَةِ ثُمَّ يُنَادِىْ مَلَكٌ رَبِحَ فُلَانٌ وَخَسِرَ فُلَانٌ. فَالرَّابِحُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالدُّعَاءِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ الْمَكْتُوْبَةِ. وَالْخَاسِرُ هُوَ الَّذِىْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بِلَا دُعَاءٍ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا فُلَانُ اَسْتَغْنَيْتَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَالَكَ عِنْدَ اللّٰهِ حَاجَةٌ (الحديث)

অর্থ: দোয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত একটি আমল। আল্লাহর কাছে দোয়ার বিশেষ গুরত্ব রয়েছে। এ বিষয়ে কিতাবের শুরুতে আমি আলোচনা করেছি।
সুতরাং মুনাজাত ছাড়া ইমাম-মুক্তাদিরা মসজিদ থেকে বের হওয়া মোটেই উচিত নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 'আপনি যখন অবসর গ্রহণ করেন, দোয়ায় মশগুল হোন এবং আপনার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করুন।' অর্থাৎ যখনই আপনি নামাজ শেষ করবেন, ঠিক তখনই দোয়া করুন এবং আল্লাহর কাছে (আপনার জন্যে) যা আছে তার দিকে মনোনিবেশ করুন, অত:পর তার কাছ থেকে তা চেয়ে নিন।
হাদীস শরীফে এসেছে-
অর্থঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) প্রিয়নবী (দঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম তার মেহরাবে দাঁড়ায় এবং কাতারগুলো সোজা হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণার ধারা বর্ষণ হতে থাকে। ঐ ধারা প্রথমে ইমামকে আবৃত করে এবং পর্যায়ক্রমে তার ডান ও বাম পার্শ্বস্থ মুসল্লিদেরকে আবৃত করে সমগ্র জামা'আতে ছড়িয়ে পড়ে। অত:পর একজন ফেরেশ্‌তা

আহ্বান করে বলতে থাকেন যে, অমুক ব্যক্তি লাভবান হয়েছে আর অমুক ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। লাভবান ঐ ব্যক্তি, যে তার দুই হাত দোয়ার নিমিত্তে আল্লাহর দিকে উত্তোলন করলো, আর ক্ষতিগ্রস্ত সে ব্যক্তি যে মুনাজাত ছাড়া মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো। ফেরেশতারা বলেন- হে অমুক! তুমি আল্লাহর (দরবার হতে) বঞ্চিত হও; আল্লাহর দরবারে তোমার কি চাওয়ার কিছুই ছিলনা। (আল হাদীস)

উল্লিখিত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ, ফিকহবিদগণের বর্ণনা এবং মুফাস্‌সিরিন, সালফে সালেহীন ও বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তি সমূহ থেকে দ্বিপ্রহরের মত স্পষ্ট হয়েছে যে, ফরজ নামাজ শেষে দু'হাত তুলে মুনাজাত করা সম্পূর্ণ বৈধ ও সুন্নাত।

বিষয়টি নিয়ে মুফতী ফয়জুল্লাহ কর্তৃক সরাসরি বিরোধীতা প্রকাশ্য মূর্খতা ও গোড়ামীই বটে। তার ফতোয়া ভ্রান্ত ও বর্জনীয়, ধিক্কার ও দুর্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে যিনি বলেছেন মুনাজাতের বৈধতা নিয়ে যারা বিরোধীতা করে, তারা নিজে প্রবৃত্তির পথ অনুসরণ করে গোমরাহ হয়েছে; শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পাগল ও গর্দভ, তিনি যথার্থ বলেছেন।

اشعار

بہر نماز فریضہ رفع دست بہر دعا
جائز است بیشک ثبوتش از حدیث مصطفے
راوی اش ابن ابی شیبہ بدانی بیگماں
در کتابش المصنف یکنظر کن ایجواں
لکہنوی فتوی بنی جلد ثانی بعد ازاں
دفع شک گردد زتو تا بر جوازش بیگماں
ہم بعزیز الفتوی ہست مرقوم آنچناں
کز احادیث صحیحہ ثابت ست آن بیگماں
دست برداشتہ مناجات در پس ہر ہر نماز
آمدہ مسنون آں در چار مذہب دلنواز
مولوی اشرف علی گفتہ چنان اندر کتاب
نامش استحباب دعوات آمدہ ای کامیاب
منکرش را جاہل و دیوانہ ہم خر گفتہ است

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থঃ নিশ্চয়ই নামাজ শেষে মুনাজাত করা চার মাজহাবে সুন্নাত ও শরীয়ত সম্মত। কোন গর্দভ, পাগল তথা যে নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং যাকে শয়তান প্ররোচনা দিয়ে বিপথগামী করেছে সে ছাড়া আর কেউ এ দোয়ার বিরোধীতা করেনি।

লাহোরের নোয়ল কিশোর থেকে প্রকাশিত 'গুনিয়াতুত্ তালিবীন' নামক কিতাবের ৭৫৬ পৃষ্ঠায় গাউসুল আযম পীরানে পীর দস্তগীর সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ শায়খ সৈয়্যদ মীর আবদুল কাদের জীলানী আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী (রহঃ) লিখেছেন-

فَالدُّعَاءُ مَأْمُوْرٌ بِهٖ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَالِكَ فِىْ اَثْنَاءِ الْكِتَابِ فَلَا يَنْبَغِىْ لِلْاِمَامِ وَالْمَامُوْمِ اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ اَىْ اِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْعِبَادَاتِ اِنْصَبْ فِى الدُّعَاءِ وَارْغَبْ فِيْمَا عِنْدَ اللّٰهِ وَاَطْلُبْهُ مِنْهُ وَقَدْ جَاءَ فِى الْحَدِيْثِ عَنْ اَنَسِ اِبْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فِىْ مَحْرَابِهٖ وَتَوَارَتِ الصُّفُوْفُ فَنَزَلَتِ الرَّحْمَةُ فَاَوَّلُ ذَالِكَ تُصِيْبُ الْاِمَامَ ثُمَّ مَنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ مَنْ عَنْ يَسَارِهٖ ثُمَّ تَفَرَّقَ الرَّحْمَةُ عَلَى الْجَمَاعَةِ ثُمَّ يُنَادِىْ مَلَكٌ رَبِحَ فُلَانٌ وَخَسِرَ فُلَانٌ. فالرابحَ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالدُّعَاءِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اذا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ الْمَكْتُوْبَةِ. وَالْخَاسِرُ هُوَ الَّذِىْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بِلَا دُعَاءٍ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا فُلَانُ اَسْتَغْنَيْتَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَالَكَ عِنْدَ اللّٰهِ حَاجَةٌ (الحديث)

অর্থঃ দোয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত একটি আমল। আল্লাহর কাছে দোয়ার বিশেষ গুরত্ব রয়েছে। এ বিষয়ে কিতাবের শুরুতে আমি আলোচনা করেছি।
সুতরাং মুনাজাত ছাড়া ইমাম-মুক্তাদিরা মসজিদ থেকে বের হওয়া মোটেই উচিত নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 'আপনি যখন অবসর গ্রহণ করেন, দোয়ায় মশগুল হোন এবং আপনার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করুন।' অর্থাৎ যখনই আপনি নামাজ শেষ করবেন, ঠিক তখনই দোয়া করুন এবং আল্লাহর কাছে (আপনার জন্যে) যা আছে তার দিকে মনোনিবেশ করুন, অত:পর তার কাছ থেকে তা চেয়ে নিন।
হাদীস শরীফে এসেছে-
অর্থঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) প্রিয়নবী (দঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম তার মেহরাবে দাঁড়ায় এবং কাতারগুলো সোজা হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণার ধারা বর্ষণ হতে থাকে। ঐ ধারা প্রথমে ইমামকে আবৃত করে এবং পর্যায়ক্রমে তার ডান ও বাম পার্শ্বস্থ মুসল্লিদেরকে আবৃত করে সমগ্র জামা'আতে ছড়িয়ে পড়ে। অত:পর একজন ফেরেশ্‌তা

আহ্বান করে বলতে থাকেন যে, অমুক ব্যক্তি লাভবান হয়েছে আর অমুক ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। লাভবান ঐ ব্যক্তি, যে তার দুই হাত দোয়ার নিমিত্তে আল্লাহর দিকে উত্তোলন করলো, আর ক্ষতিগ্রস্ত সে ব্যক্তি যে মুনাজাত ছাড়া মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো। ফেরেশতারা বলেন- হে অমুক! তুমি আল্লাহর (দরবার হতে) বঞ্চিত হও; আল্লাহর দরবারে তোমার কি চাওয়ার কিছুই ছিলনা। (আল হাদীস)

উল্লিখিত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ, ফিকহবিদগণের বর্ণনা এবং মুফাস্‌সিরিন, সালফে সালেহীন ও বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তি সমূহ থেকে দ্বিপ্রহরের মত স্পষ্ট হয়েছে যে, ফরজ নামাজ শেষে দু'হাত তুলে মুনাজাত করা সম্পূর্ণ বৈধ ও সুন্নাত।

বিষয়টি নিয়ে মুফতী ফয়জুল্লাহ্ কর্তৃক সরাসরি বিরোধীতা প্রকাশ্য মূর্খতা ও গোড়ামীই বটে। তার ফতোয়া ভ্রান্ত ও বর্জনীয়, ধিক্কার ও দুর্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে যিনি বলেছেন মুনাজাতের বৈধতা নিয়ে যারা বিরোধীতা করে, তারা নিজে প্রবৃত্তির পথ অনুসরণ করে গোমরাহ হয়েছে: শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পাগল ও গর্দভ, তিনি যথার্থ বলেছেন।

اشعار

بہر نماز فریضہ رفع دست بہر دعا
جائز است بیشک ثبوتش از حدیث مصطفے

راوی اش ابن ابی شیبہ بدانی بیگماں
در کتابش المصنف یکنظر کن ایجواں

لکہنوی فتوی بینی جلد ثانی بعد ازاں
دفع شک گردد زتو تا بر جوازش بیگماں

ہم بعزیز الفتوی ہست مرقوم آنچناں
کز احادیث صحیحہ ثابت ست آن بیگماں

دست برداشتہ مناجات در پس ہر ہر نماز
آمدہ مسنون آں در چار مذہب دلنواز

مولوی اشرف علی گفتہ چنان اندر کتاب
نامش استحباب دعوات آمدہ ای کامیاب

منکرش را جاہل و دیوانہ ہم خر گفتہ است

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহ্বান করে বলতে থাকেন যে, অমুক ব্যক্তি লাভবান হয়েছে আর অমুক ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। লাভবান ঐ ব্যক্তি, যে তার দুই হাত দোয়ার নিমিত্তে আল্লাহর দিকে উত্তোলন করলো, আর ক্ষতিগ্রস্ত সে ব্যক্তি যে মুনাজাত ছাড়া মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো। ফেরেশতারা বলেন- হে অমুক! তুমি আল্লাহর (দরবার হতে) বঞ্চিত হও; আল্লাহর দরবারে তোমার কি চাওয়ার কিছুই ছিলনা। (আল হাদীস)

উল্লিখিত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ, ফিকহবিদগণের বর্ণনা এবং মুফাস্‌সিরিন, সালফে সালেহীন ও বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তি সমূহ থেকে দ্বিপ্রহরের মত স্পষ্ট হয়েছে যে, ফরজ নামাজ শেষে দু'হাত তুলে মুনাজাত করা সম্পূর্ণ বৈধ ও সুন্নাত।

বিষয়টি নিয়ে মুফতী ফয়জুল্লাহ্ কর্তৃক সরাসরি বিরোধীতা প্রকাশ্য মূর্খতা ও গোড়ামীই বটে। তার ফতোয়া ভ্রান্ত ও বর্জনীয়, ধিক্কার ও দুর্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে যিনি বলেছেন মুনাজাতের বৈধতা নিয়ে যারা বিরোধীতা করে, তারা নিজে প্রবৃত্তির পথ অনুসরণ করে গোমরাহ হয়েছে; শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পাগল ও গর্দভ, তিনি যথার্থ বলেছেন।

اشعار

بہر نماز فریضہ رفع دست بہر دعا
جائز است بیشک ثبوتش از حدیث مصطفے

راوی اش ابن ابی شیبہ بدانی بیگماں
در کتابش المصنف یکنظر کن ایجواں

لکھنوی فتوی بنی جلد ثانی بعدازاں
دفع شک گردد زتو تا بر جوازش بیگماں

ہم بعزیز الفتوی ہست مرقوم آنچناں
کز احادیث صحیحہ ثابت ست آن بیگماں

دست برداشتہ مناجات در پس ہر ہر نماز
آمدہ مسنون آں در چار مذہب دلنواز

مولوی اشرف علی گفتہ چنان اندر کتاب
نامش استحباب دعوات آمدہ ای کامیاب

منکرش را جاہل و دیوانہ ہم خر گفتہ است

بعدازاں آں مخطی فیض اللہ اعظم گشتہ است
فتوی آں مخطی فیض اللہ در عدم جواز
نزد علما باطل و مردود داں ای دلنواز
ایں ہمہ اشعار را یابی بدیوان عزیز
ای خدا آنرا تو سازی در ہمہ دلہا عزیز

কাব্যানুবাদ

দু'হাত তুলে দোয়া করা ফরজ নামাজ শেষে
নিশ্চয়ই বৈধ, প্রমাণ আছে নবীজির হাদীসে
'ইবনে আবি শায়বা' হলো হাদীস বর্ণনাকারী
'আল মুসান্নাফ' কিতাব দেখ, সন্দেহ পোষণকারী!
'লাখনূবী ফতোয়া' দ্বিতীয় খন্ড দেখ যে তারপরে
বৈধতা প্রমাণ হবে সব সংশয় দূর করে।
হাত উঠিয়ে মুনাজাত সব নামাজের পরে
চার মাযহাব যৌথভাবে সুন্নাত বলে ধরে
'ইস্‌তেহাবুদ দাওয়াত' যেই কিতাবের নাম
সেই কিতাবে থানবী সাব লিখেছে দেখলাম:
'মূর্খ, পাগল, গর্দভ সে, যে করে অস্বীকার:
প্রমাণ হলো ফয়জুল্লাহ সাব বড়ই খতাকার।
যে ফতোয়ায় মুখ্‌তী ফয়েজ না-জায়িয কয়
সেটাই বাতিল ভ্রান্তি জান, গ্রহনযোগ্য নয়।
এই কবিতা আছে দেখ দিওয়ানে আজিজের ভিতরে
এ দিওয়ানটি দাও হে প্রভূ! সবারই অন্তরে।

তার (মুফতী ফয়জুল্লাহ) বক্তব্যঃ

মুফতী সাহেব 'ফতোয়ায়ে মুনাজাত' এর ১০ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, গাইরে শরয়ী আরেজী বিষয়াবলীর সাথে সামঞ্জস্যতার কারণে অনেক মুস্তাহাব কাজ মাকরুহ ও বিদ্‌আত হয়ে যায়। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত

لَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلٰوتِهٖ

অর্থ: 'তোমাদের কেউ যেন তার নামাযে শয়তানের জন্যে কিছুই না রাখে' এই হাদীসের ব্যাখ্যায় 'আল মাজমা' কিতাবের প্রণেতা বলেন:

اَلْمُسْتَنْبِطُ مِنْهُ اَنَّ الْمَنْدُوْبَ يَنْقَلِبُ مَكْرُوْهًا اِذَا خِيْفَ اَنْ يَرْفَعَ مِنْ رُتْبِهٖ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থঃ উল্লিখিত হাদীস থেকে একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই যখন মুস্তাহাবের মরতবা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তখন মুস্তাহাব মাকরূহতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ত্বীবী (রঃ) বলেন-

مَنْ اَصَرَّ عَلٰى اَمْرٍ مَنْدُوْبٍ وَجَعَلَهٗ عَزْمًا وَلَمْ يَعْمَلْ بِالرُّخْصَةِ فَقَدْ اَصَابَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

অর্থঃ যে ব্যক্তি কোন মুস্তাহাব বিষয় বারংবার আদায় করে এবং সেটাকে রূখসত হিসেবে আমল না করে, বরং আজিমত হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তাকে শয়তান পেয়ে বসে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির অবস্থা কী হবে, যে মুস্তাহাব ও মাকরুহ বিষয়গুলো ইসরার (বারংবার আদায়) করে।

ইসরার (বারংবার আদায়) অত্যাবশ্যক করে নেয়াকে বুঝায় এবং সেটা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে।

আমার (শেরে বাংলা) বক্তব্যঃ

জেনে রাখা উচিত যে, আল্লামা তীবী (রঃ) এর ব্যাখ্যা থেকে যে প্রসঙ্গে দলীলপস্থাপন হয়েছে তা مَنْ اَصَرَّ عَلٰى اَمْرٍ مَنْدُوْبٍ وَجَعَلَهٗ عَزْمًا الخ শিরোনামে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী তার মিরকাত নামক কিতাবে সংকলন করেছেন।

এখানে মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেবের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে কেননা উল্লিখিত হাদীসটিতে শয়তানের অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোন গাইরে ওয়াজিবকে ওয়াজিব এবং কোন না জায়েযকে জায়েয বলে বিশ্বাস করা।

মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) মিরকাত নামক কিতাবে হাদীসটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ

لَا يَجْعَلْ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلٰوتِهٖ يُرَىٰ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا اَىْ يَظُنُّ اَحَدُكُمْ اَوْ يَعْتَقِدُ وَهُوَ اِسْتِيْنَافٌ كَاَنَّ قَائِلًا يَقُوْلُ كَيْفَ يَجْعَلُ اَحَدُنَا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلٰوتِهٖ فَقَالَ يُرَىٰ اَنَّ حَقًّا اَىْ وَاجِبًا عَلَيْهِ اَنْ لَا يَنْصَرِفُ اَوْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ حَقٌّ عَلَيْهِ اَىْ لَا يَنْصَرِفُ اِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلٰوتِ اِلَّا عَنْ يَمِيْنِهٖ اَىْ عَنْ جَانِبِ يَمِيْنِهٖ فَمَنْ اَعْتَقَدَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَابَعَ الشَّيْطَانَ اَىْ فِىْ اِعْتِقَادٍ حَقِّيَّةٍ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ عَلَيْهِ

অর্থঃ لَا يَجْعَلْ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلٰوتِهٖ يُرَىٰ হাদীসটির শেষ শব্দ يرى এর ياء তে পেশ (মাজহুল) অথবা যবর (মা'রূফ) উভয় প্রকার ই'রাব দিয়ে পড়া যায়। অর্থাৎ এ বাক্যের অর্থ হতে পারে তোমাদের মধ্যে কেউ ধারণা পোষণ করে বা দৃঢ়ভাবে

বিশ্বাস করে। বাক্যটি জুমলায়ে মুসতানিফা (প্রশ্নকারীর প্রশ্নের বর্ণনামূলক বাক্য)। সুতরাং বাক্যটি এমন একটি সময়ে বিবৃত হয়েছে যখন কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করল যে, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কীভাবে তার নামাজে শয়তানের অংশ রাখবে? উত্তরে তিনি (নবী করীম দঃ) বললেনঃ

يُرَىٰ اَنَّ حَقًّا اَىْ وَاجِبًا عَلَيْهِ اَنْ لَا يَنْصَرِفَ

অর্থাৎ- এই ধারণা পোষণ করা যে, নামাজী নামাজ শেষ করে তার ডানদিক ছাড়া অন্য কোন দিকে না ফেরা ওয়াজিব।

সুতরাং- এমন ধারণা যে রাখে সে শয়তানের অনুসারী হলো। অর্থাৎ সে এমন একটা বিষয়কে ওয়াজিব মনে করলো যা তার উপর আবশ্যকীয় ছিল না।

অতএব, উল্লিখিত হাদীস ও তার ব্যাখ্যা থেকে যা বুঝা যায় তা হলো, এখানে মুস্তাহাব ও মুবাহ বিষয়কে স্থায়ীকরণ ও জরুরীকরণের উপর মুলতঃ কোন নিষেধাজ্ঞা তো দূরের কথা এমনকি নিষেধাজ্ঞার ইঙ্গিতও নেই বরং মুস্তাহাব ও মুবাহ বিষয়কে স্থায়ীকরণ ও জরুরীকরণে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা রয়েছে।

যেমন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' নামক গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থদ্বয় বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে একটি হাদীস সংকলন করা হয়েছে যে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (দঃ) ইরশাদ করেছেন- আল্লাহর কাছে প্রিয়তম আমল সেটি, যেটি নিয়মিত করা হয়; হোক না সেটা অল্প।

হাদীসটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেনঃ

اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اَىِ الْاَوْرَادِ اَدْوَمُهَا لِاَنَّ النَّفْسَ تَاْلَفُ بِهٖ وَتَدُوْمُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْاِقْبَالِ عَلَيْهِ الخ

অর্থঃ সবচেয়ে প্রিয় আমল বলতে যে আমল নিয়মিত করা হয় তাই উদ্দেশ্যে; কারণ সে আমলের সাথে আত্মার সম্পর্ক হয়ে যায় এবং তাতে যথেষ্ট আগ্রহ থাকে বলেই তা নিয়মিত হয়।

'মিশকাতুল মাসাবীহ' নামক গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থদ্বয় থেকে আরো সংকলিত হয়েছে যে,

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمِلُّ حَتّٰى تَمِلُّوْا

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলাল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেছেন তোমরা নিজেদের সামর্থানুযায়ী আমল কর কেননা, যতক্ষণ তোমরা পূর্ণতা দিবে না ততক্ষণ আল্লাহও পূর্ণতা দিবেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) উল্লিখিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন:

مِنَ الْاَعْمَالِ اَیْ الْاَوْرَادِ مِنَ الْاَذْکَارِ وَسَائِرِ النَّوَافِلِ مِنْ قَبِیْلِ الْاَفْعَالِ وَالْاَقْوَالِ مَا تَطِیْقُوْنَ اَیْ الْمُدَاوَمَةِ عَلَیْهِ قَالَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ یَعْنِیْ لَا تَحْمِلُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ اَوْرَادًا كَثِیْرَةً بِحَیْثُ لَا تُقَدِّرُوا وَلَا مُدَاوَمَتُهَا فَتَتْرُكُوْنَهَا الخ

অর্থঃ সামর্থ অনুযায়ী আমল বলতে বুঝানো হয়েছে যে, যিকর-আযকার ও সমস্ত নফল কথা ও কর্ম সামর্থানুযায়ী আদায় করবে। অর্থাৎ এগুলো নিয়মিত আদায় করবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ) বলেন: সামর্থানুযায়ী বলতে বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের আত্মার উপর এত বেশী আমল চাপিয়ে দিওনা, যা তোমরা আদায় করতে সক্ষম হবে না এবং নিয়মিতও পালন করতে না পেরে তা বর্জন করবে। হিসনে হাসিন নামক গ্রন্থে রয়েছে:

وَیَنْبَغِیْ مَنْ كَانَ لَهٗ وَرْدٌ فِیْ وَقْتٍ مِّنْ لَیْلٍ اَوْنَهَارٍ اَوْ عَقْبِ صلٰوةٍ اَوْ غَیْرِ ذٰلِكَ فَفَاتَهٗ اَنْ یَّتَدَارَكَهٗ وَیَاْتِیْ بِهٖ اِذَا اَمْكَنَهٗ وَلَا یُهْمِلُهٗ لِیَعْتَادَ الْمَلَا زَمَةَ عَلَیْهِ

অর্থঃ যে ব্যক্তির দিনে বা রাতে নামাজের পরে বা অন্য কোন নির্দিষ্ট সময়ের অজীফা ভূলবশতঃ অনাদায় হয়ে যায় তবে তার উচিত স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে যথা সম্ভব তা অন্য ওয়াক্তে আদায় করে নেয়া এবং অবহেলা না করা, যাতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়।

এখন, আমি বলি যে, উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুস্তহাব বিষয়কে নিয়মিত কর শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক নির্দেশিত। এটাকে অস্বীকারকারী মূর্খ ও ফাসিক। অতএব, মুফতী (ফয়জুল্লাহ)'র বক্তব্য যে সম্পূর্ণভাবে বাতিল হলো, তা জ্ঞানীদের কাছে আর অস্পষ্ট রইলো না।

সুতরাং মুফতী (ফয়জুল্লাহ)'র কাছে আমার প্রশ্ন, হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসার বার্ষিক সভা (সালানা জলসা) মুবাহ কি না? তিনি তো কখনো ঐ সভা উদযাপন থেকে বিরত হন না, বরং নিয়মিত উদযাপন করেই যাচ্ছেন। মুফতী সাহেব কি এটাকে কখনো বিদ্‌আত বলেছেন?

অযুতে গর্দান মাসেহ করাকে ফিকহ্ শাস্ত্রে মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন অযুকারী এটা বর্জন করেন না, বরং নিয়মিত গুরুত্ব সহকারে তা আদায় করে থাকেন। কই, কোন ফক্বীহ তো সেটাকে বিদআত বলেননি। এমনকি এ মুফতী'ও (ফয়জুল্লাহ) বলেননি।

মুসল্লিদের দৃষ্টি সিজদার জায়গায় রাখা ফিকহবিদদের মতে মুস্তহাব। অথচ মানুষেরা নিয়মিত গুরুত্ব সহকারে তা আদায় করে থাকেন। কিন্তু কোন ফকীহ তো সেটাকে বিদ্‌আত বলেননি; এমনকি এ মুফতীও বলেননি। কারণ কীসামি বলব, এর কারণ মুর্খতা ও আহাম্মকী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবার এ বিষয়ে কয়েক পংক্তি কবিতা বলা যাক।

اشعار

برامور مستحب کردن دوام

نیست مکروہ نیست آں اصرارہم

کیونکہ ازمحبوب ترین اعمال داں

اَوْ وَمُہا نزد خلاق جہاں

انچنیں فرمود محبوب خدا

از صحیحین ایں روایت بیخطا

معنی اصرار اینک ای ایجواں

بشنو از من تا تو باشی شاد ماں

اعتقاد غیر واجب بیگماں

ہمچو واجب بیشک از شیطان داں

ایں سخن مذکور در مرقات داں

کئی چناں تحقیق نزد وہبیاں

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবিতা

মুস্তাহাব আমল করা প্রতিনিয়ত
নয় কভু মাকরূহ আর অতিরিক্ত
সে আমল অধিক প্রিয় স্রষ্টার কাছে
যে আমল নিত্যভ্যাসে পরিণত হয়েছে
এ বিষয়ে রাসুলের আছে কত উক্তি
সহীহাইন দর্শনে পেয়ে যাবে যুক্তি
খুশি হবে হে যুবক! একথা জেনে
'ইসরার'র অর্থ রাখতে স্মরণে
অ-ওয়াজিবকে যে কয় ওয়াজিব
তার আক্বীদা শয়তানে করেছে সজীব
এ দলিল মিরকাত কিতাবে আছে
খন্ডানোর কী যুক্তি ওহাবীর আছে।

মুফতী শব্দের বিশ্লেষণ

প্রকাশ থাকে যে, উসুলবিদদে মতে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মুজতাহিদগণ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে মুফতী বলা যায় না। কেননা মুফতী মুজতাহিদকেই বলা হয়ে থাকে।

তবে হ্যাঁ, কোন গাইরে মুজতাহিদ ব্যক্তি যিনি ফুক্বাহাদের উক্তিগুলো সংরক্ষণ করে তাকে নাক্বিল বলা হয়।

হযরত ইবনে হুম্মাম 'ফাত্হুল কাদীর' নামক গ্রন্থে বলেছেন-

قَدْ اِسْتَقَرَّ رَاىُ الْاُصُوْلِيِّيْنَ عَلٰى اَنَّ الْمُفْتِىَ هُوَ الْمُجْتَهِدُ اِمَّا غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ الَّذِىْ يَحْفَظُ اَقْوَلَ الْفُقَهَاءِ فَلَيْسَ بِمُفْتٍ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ اِذَا سُئِلَ اَنْ يَذْكُرَ قَوْلَ الْاِمَامِ عَلٰى جِهَةِ الْحِكَايَةِ كَاَبِىْ حَنِيْفَةَ

অর্থঃ উসুলবিদদের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে, মুজতাহিদই মুফতী, সুতরাং গাইরে মুজতাহিদ ব্যক্তি যিনি ফুকাহাদের উক্তিগুলো মুখস্ত কিংবা সংরক্ষণ করেন তিনি মুফতী নন। অতএব, যখন তিনি কোন বিষয়ে জিজ্ঞেসিত হবে, তখন তার উপর ওয়াজিব হলো, ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মত ইমামদের বক্তব্য গুলো ঘটনাকারে উল্লেখ করা।
উল্লিখিত দলিল থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 'ফতোয়ায়ে মুনাজাত বাদাল মুকতুবাত' গ্রন্থের সংকলক মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেবকে মুফতী বলা অশালীন ভ্রান্তি। বিজ্ঞজনের কাছে কিছুই অস্পষ্ট নয়।

'আনজুমানে ইশা'য়াতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'ত'

কার্যকরী পরিষদ

১. সভাপতিঃ জনাব, আলহাজ্ব আল্লামা গাজী সৈয়্যদ আজিজুল হক আল কাদেরী শেরে বাংলা সাহেব

২. সহ-সভাপতিঃ জনাব, আলহাজ্ব আল্লামা ওয়াকার উদ্দীন বেরেলভী সাহেব।
অধ্যক্ষ- জামেয়া আজিজিয়া হাটহাজারী

৩. সহ-সভাপতিঃ জনাব, আলহাজ্ব আল্লামা মুহাম্মদ ফোরকান সাহেব
শায়খুল হাদীস, ছোবহানিয়া আলীয়া, পাথরঘাটা।

৪. সহ-সভাপতিঃ জনাব, মমতাজুল মোহাদ্দেসীন নুরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব
সাবেক, শায়খুল হাদীস, ওয়াজেদীয়া আলীয়া।

৫. সহ-সভাপতিঃ জনাব, ফয়েজ আহমদ সাহেব।
ইমাম-রামপুর, কোটওয়ারা মসজিদ।

৬. সহ-সভাপতিঃ জনাব, আলহাজ্ব হাফেজ কবির উদ্দীন সাহেব, আনোয়ারা।

৭। সাধারণ সম্পাদকঃ জনাব গাজী সুলতান আহমদ দেওয়ান টি.কে. সাহেব।
দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম।

৮। সহ-সাধারণ সম্পাদকঃ জনাব, মমতাজুল মুহাদ্দেসীন সৈয়্যদ আহমদ সাহেব,
সাবেক সুপারিন্টেডেন্ট, কদম মোবারক ইয়াতীমখানা।

৯। সহ-সাধারণ সম্পাদকঃ জনাব, লেফট্যানেন্ট সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব।
মীর বাড়ী, পাঠানটুলী।

১০। দপ্তর সম্পাদকঃ জনাব, মমতাজুল মোহাদ্দেসীন, মাওলানা সৈয়্যদ মীর আহমদ সাঈদ
সাতকানুভী সাহেব।

১১। সাংগঠনিক সম্পাদকঃ জনাব, মমতাজুল মোহাদ্দেসীন ওয়াল ফুকাহা মাওলানা
ওবাইদুল হক (নঈমী) সাহেব, আনোয়ারা।

১২। সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকঃ জনাব আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইলিয়াছ সাহেব,
পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

১৩। সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকঃ জনাব, মাওলানা শফী সাহেব, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

১৪। প্রচার সম্পাদকঃ জনাব, আবদুল আজিম সাহেব। আন্দকিল্লা, চট্টগ্রাম।

১৫। অর্থ সম্পাদকঃ জনাব, মৌলভী আমিনুর রহমান দেওয়ান সাহেব, দেওয়ান হাট।

১৬। প্রকাশনা সম্পাদকঃ জনাব মাওলানা হাকীম জামাল উদ্দীন সাহেব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জীন্দেগী দাওয়াখানা, শাহ আমানত লেইন, চট্টগ্রাম।

১৭। উপদেষ্টা: জনাব মমতাজুল মুহাদ্দেসীন মাওলানা জাফর আহমদ সিদ্দিকী সাহেব, হাটহাজারী

১৯। প্রতিনিধি: জনাব আলহাজ্ব মৌলভী আমীর উদ্দীন সাহেব।

স্বত্ত্বাধিকারী: গ্রাণ্ড হোটেল, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।

২০। প্রতিনিধি: জনাব সেক্রেটারী আঞ্জুমানে ফেদায়ানে রাসুল (দ:) ওয়ার্লেস কলোনী, চট্টগ্রাম।

২১। প্রতিনিধি: জনাব, মাওলানা আবুল খায়ের সাহেব- পেশ ইমাম চট্টেশ্বরী মসজিদ, চট্টগ্রাম।

২২। প্রতিনিধি: জনাব মাওলানা হারুন সাহেব, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

২৩। প্রতিনিধি: জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস সাহেব। ফিরিঙ্গীবাজার, চট্টগ্রাম।

২৪। প্রতিনিধি: জনাব মাওলানা আলহাজ্ব বদিউর রহমান সাহেব, সাতকানুভী, চট্টগ্রাম।

২৫। প্রতিনিধি: জনাব মমতাজুল মোহাদ্দেসীন, মাওলানা মুহাম্মদুর রহমান সাহেব,

হেড মৌলভী জোয়ারা সিনিয়র মাদ্‌রাসা, পটিয়া।

২৬। প্রতিনিধি: জনাব মুহাম্মদ আবুল কাসেম বি.এ. সাহেব। দেওয়ান হাট, চট্টগ্রাম।

২৭। প্রতিনিধি: জনাব আলহাজ্ব আবদুল আজিজ কন্ট্রাক্টর সাহেব, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম।

২৮। প্রতিনিধি: জনাব মাওলানা শামছুল ইসলাম কাজেমী সাহেব, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

২৯। প্রতিনিধি: জনাব মৌলানা হাকীম মোবারক আলী হেজাজী সাহেব।

খাদেম দাওয়াখানা, শাহ্ আমানত লেইন-চট্টগ্রাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাগরণ প্রকাশনীর

প্রকাশনা গুলো সংগ্রহ করুন, পড়ুন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন-

০১। আহ্‌লে ছুন্নত বনাম আহ্‌লে বিদ্‌আত
- শেখ মুহাম্মদ আবদুল করিম সিরাজনগরী

০২। কোরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল - ফিরকা
- কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফি

০৩। মুনাজাতের দলিল - আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.)
- অনুবাদ : সৈয়দ হাছান মুরাদ

০৪। আহকামুল ইসতিহসান (হাদিয়া গ্রহণ প্রসঙ্গ)
মূল-সৈয়দ রহমতুল্লা নক্সবন্দী (রহ.) অনুবাদ- সৈয়দ আবু নওশাদ নঈমী

০৫। ফাতিহা কি ও কেন? - আল্লামা আহছনুল কাদেরী (ভারত)
-অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ হোছাইন

০৬। নেতৃত্বের সহজ পদ্ধতি?
- আবুল হোছাইন আল বশির

০৭। তাবলীগে রাসুল বনাম তাবলীগে ইলিয়াছি ?
- শেখ মুহাম্মদ আবদুল করিম সিরাজনগরী

০৮। সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় নারীর দায়িত্
- মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

০৯। নবীর পথে জীবন গড়ি
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১০। অনুপম জীবন গঠনে ছোটদের করণীয়
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১১। সুন্নীয়তের পথে
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১২। কর্মীরা কেন নিষ্ক্রিয় হয়?
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১৩। ছোটদের তৈয়্যব শাহ্ (রাঃ)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১৪। সুন্নীদের বন্ধু কারা?
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১৫। লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল ক্বদর
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১৬। দাপ্তরিক শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১৭। হাদায়েকে বকশিশ (উর্দূ নাত সংকলন)
- আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রহ.)

১৮। ইসলামী সংগীত
- কবি কাজী নজরুল ইসলাম

১৯। ইসলামী গজল সম্ভার
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২০। ইসলামী সংগীত ও সুন্নী জাগরণ
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২১। প্রাণ স্পন্দন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২২। মদিনার স্পৃহা (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৩। সোনার খনি (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৪। মদিনার গুঞ্জন
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৫। হেরার জ্যোতি (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৬। আলোকন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৭। উদ্দীপন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৮। মদিনার জলওয়া (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ হাসান মুরাদ

২৯। অনুরাগ (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী

৩০। যিকরে মোস্তফা (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

৩১। মদিনার কলতান (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

৩২। সেনা সংগীত
- বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশনায় ঃ
জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রাম
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬